CENTER FOR POLICY ANALYSIS AND ADVOCACY

বাংলাদেশ সম্মেলন ২০২৬

জুলাই বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র গঠন: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা

পটভূমি

জন্মের পর থেকে বাংলাদেশ নানাবিধ সংকট ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর ভুল রাজনীতির কারণে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুশাসন চরম ভাবে ব্যাহত হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরির সুযোগ শুরুতে হাত ছাড়া হয়। পরবর্তীতে একাধিক সামরিক শাসন পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে। বিশেষতঃ ১৯৮২ সালের সামরিক ক্যু সামাজিক মূল্যবোধের উপর দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক বৈধতা লাভের জন্য সামরিক সরকার রাজনৈতিক নীতি-শিষ্টাচার উপেক্ষা করে রাজনীতিতে কালো টাকার প্রসার ঘটায়। একই সময়ে পাশ্চাত্যের প্রভাবে উদারনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান/এন্টারপ্রাইজসমূহকে অনৈতিক পদ্ধতিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে দেশে কালো পুঁজির বিকাশ ঘটানো হয়। যা ফলশ্রুতিতে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়। এ সময়ে একটি এলিট শ্রেণির জন্ম হয় যারা একই সময়ে রাজনীতি ও পুঁজি নিয়ন্ত্রণ শুরু করে।

১৯৯০ সালে স্বৈরাচারী সরকার ব্যবস্থার পতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রায়নের সুযোগ সৃষ্টি হলেও তা পুনরায় হাত ছাড়া হয়। এ সময়ে প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা রাজনীতির স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতিকে আমূলভাবে বদলিয়ে দেয়। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠান নির্মম রাজনীতিকরণের শিকার হয়। একই সময়ে পাশ্চাত্যের সাহায্য পুষ্ট সিভিল সোসাইটি ও কনসালটেন্ট শ্রেণি তৈরি হয় যারা পাশ্চাত্যের এজেন্ডা বাস্তবায়নকে অগ্রাধিকার দিতে যেয়ে জাতীয় পরিচয় ও মুল্যবোধের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। এ এলিট শ্রেণি ধর্ম-বিদ্বেষী সেক্যুলারিজমের পক্ষে অনড় অবস্থান গ্রহণ করে রাজনৈতিক সংঘাতকে সমাধানের পরিবর্তে উস্কে দেয়। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংঘাত পরবর্তীতে ১/১১-কে অনিবার্য করে তোলে। ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে দূর্বল-সংঘাতপূর্ণ-দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও একটি ম্রিয়মান গণতান্ত্রিক ধারা কার্যকর ছিল। কিন্তু ১/১১ গণতান্ত্রিক এ ধারাকে পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট করে।

১/১১ এর মধ্য দিয়ে একটি এলিট বন্দোবস্ত গড়ে উঠে যা পরবর্তী সময়ে একটি বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে সহায়তা করে, যেখানে জনমত ও ভোটাধিকার প্রায় পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়। এর ফলে বিনা নির্বাচনে একটি দল প্রায় ১৬ বছর শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। ভয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নির্ভর করে শাসক দল দেশ পরিচালনা করে। ব্যাপক দলীয়করণ, সীমাহীন দুর্নীতি, পুঁজি বাজার ও ব্যাংক লুন্ঠন, চরম মানবাধিকার লংঘন, গুম-খুন, লজ্জাহীনভাবে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তির উপর নির্ভরতা এ শাসন ব্যবস্থার প্রধান স্মারক হিসাবে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৯৯০ পরবর্তী সময়ে উদীয়মান পুঁজিপতিরা রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে যা এ শাসনামলে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যাংক ব্যবস্থাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে যায় এবং প্রায় পরিপূর্ণভাবে ধ্বংসগ্রস্ত হয়।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব সংঘটিত হয়, যা বাংলাদেশের রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থার বিবিধ মারাত্মক সংকটকে উন্মোচন করে। জুলাই বিপ্লবে ব্যাপক জন অংশগ্রহণ এ বার্তা দেয় যে দেশের মানুষ মর্যাদা ও মানবাধিকারের সাথে বাঁচতে চায়। এ জন্য তারা একটি কার্যকর, গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী দেশ দেখতে চায়। বাংলাদেশের বিদ্যমান সংকটসমূহ মোকাবিলা করে জাতীয় আশা-আকাঙ্খার আলোকে বাংলাদেশকে গড়তে হলে একটি নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও উন্নতর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা প্রয়োজন। এ জন্য অনেক আলোচনা-পর্যালোচনা দরকার।

এ প্রেক্ষাপটে "বাংলাদেশ সম্মেলন ২০২৬- জুলাই বিপ্লবোত্তর রাষ্ট্র গঠন: আকাঙ্খা ও বাস্তবতা" শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়কে এ সম্মেলনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে অন্যান্য বিষয়সমূহকে ক্রমান্বয়ে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বিভিন্ন বিষয়ের স্কলারগণ এ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন।

সেন্টার ফর পলিসি অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি (সিইপিএএ) এ সম্মেলন আয়োজন করবে। সম্মেলনটি প্রত্যক্ষ শারীরিক উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানরত স্কলার ও অংশগ্রহণকারীগণ যারা শারীরিকভাবে উপস্থিত হতে পারবেন না তারা অনলাইনে অংশগ্রহণ করবেন। স্থানীয় অংশগ্রহণকারীগণকে আবশ্যিকভাবে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

এ সম্মেলন আগামী **২৬-২৭ জুলাই ২০২৬** তারিখে ঢাকার **ইন্সটিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে** অনুষ্ঠিত হবে।

সম্মেলন সচিবালয় যোগাযোগ

ড. খ. ম. কবিরুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
+৮৮০ ১৬৩১-৬৪৬৬৭২

প্রফেসর ড. শাফিউল ইসলাম
লোক-প্রশাসন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
+৮৮০ ১৮৬৮-৭৭০৫১৩

খন্দকার জাকারিয়া আহমদ
বোর্ড সদস্য, সিইপিএএ
+৮৮০ ১৬৭৩-৯০৯৩১১

CENTER FOR POLICY ANALYSIS AND ADVOCACY

বিস্তারিত কর্মসূচি

প্রথম দিন ২৬ জুলাই ২০২৬ রবিবার

প্রথম অধিবেশন ০৯.৩০-১১.৩০

জুলাই বিপ্লব ও বাংলাদেশপন্থা- তত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গি

স্বাগত বক্তব্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরিফুল আলম, প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর পলিসি অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি

প্রধান অতিথি ড. মাহমুদুর রহমান, সম্পাদক, দৈনিক আমার দেশ ও বিশিষ্ট গবেষক

মূল প্রবন্ধ ড. মো. সাইদুল ইসলাম, নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি, সিঙ্গাপুর

আলোচক প্রফেসর ড. দিলারা চৌধুরী, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
এমেরিটাস প্রফেসর ড. শাহজাহান খান ওএএম, ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া
জনাব মাবরুর রশিদ বান্নাহ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতা

সভাপতি এমেরিটাস প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী, ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভার্সিটি

দ্বিতীয় অধিবেশন ১২.০০-১৩.৩০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন— সংঘাত থেকে সংহতি ও সহমর্মিতা এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা

মূল প্রবন্ধ ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ, ইউনিভার্সিটি অব রেজিনা, কানাডা ও মিজ নওশীন শর্মিলা রিতু, ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারইক

আলোচক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ, বিশিষ্ট আইনজীবী
প্রফেসর মো. শরীফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ব্যারিস্টার তাজরিয়ান আকরাম হোসেন, বিশিষ্ট আইনজীবী
মিজ ফাতিমা তাসনিম জুমা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক, ডাকসু

সভাপতি প্রফেসর ড. মো. নজরুল ইসলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

তৃতীয় অধিবেশন ১৫.০০-১৬.৩০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন—প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, জবাবদিহিতা ও সুশাসন

মূল প্রবন্ধ প্রফেসর ড. একেএম ওয়ারেসুল করিম, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি

আলোচক প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া, একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ
জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রফেসর ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ, ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম
প্রফেসর ড. সৈয়দা লাসনা কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ শরিফুল আলম, প্রেসিডেন্ট,
সেন্টার ফর পলিসি অ্যানালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি (সিইপিএএ)

চতুর্থ অধিবেশন ১৬.৩০-১৮.০০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন— উন্নয়ন কৌশল, নীতি সক্ষমতা ও অর্থনীতির রূপান্তর

মূল প্রবন্ধ এমেরিটাস প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী, ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটি

আলোচক জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, সাবেক কম্প্রোট্রলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ
জনাব এম শফিউল্লাহ, সাবেক সিনিয়র সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ওমর ফারুক, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
প্রফেসর ড. এসকে তৌফিক এম হক, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি
প্রফেসর ড. নিয়াজ আসাদুল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সভাপতি প্রফেসর আবু আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিস্তারিত কর্মসূচি

দ্বিতীয় দিন ২৭ জুলাই ২০২৬ **সোমবার**

প্রথম অধিবেশন ০৯.৩০-১১.৩০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন— শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান বাস্তবতা ও সংস্কারের ভবিষ্যৎ

মূল প্রবন্ধ প্রফেসর ড. আমীর মোহাম্মদ নসরুল্লাহ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আলোচক এমেরিটাস প্রফেসর ড. শাহজাহান খান ওএএম, ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন কুইন্সল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া
ড. খ ম কবিরুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রফেসর ড. সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. হাফিজ আব্দুর রহমান, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব মুহাম্মদ উবায়দুল হক, প্রাক্তন শিভেনিং স্কলার ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি

সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুর রব, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

দ্বিতীয় অধিবেশন ১২.০০- ১৩.৩০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন— 'নারী অধিকার' রাজনীতি

মূল প্রবন্ধ প্রফেসর ড. মো: মাহমুদুল হাসান, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া

আলোচক প্রফেসর ড. সৈয়দা লাসনা কবীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. নাজমুন নাহার, নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটি
ড. মীর মনজুর মাহমুদ, সেন্টার ফর অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট
ড. সুমাইয়া রাবেয়া, জেন্ডার গবেষক
মিজ নুরেন নির্ভানা বৃষ্টি, লেখক ও গবেষক

সভাপতি প্রফেসর ড. শামীমা তাসনিম, সম্মিলিত নারী প্রয়াস

তৃতীয় অধিবেশন ১৪.৩০-১৬.০০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন— বৈদেশিক সম্পর্ক, অতীত অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি

মূল প্রবন্ধ রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোতালেব সরকার, সচিব (অবসরপ্রাপ্ত), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আলোচক প্রফেসর ড. দিলারা চৌধুরী, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. মাহবুবুর রহমান, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব সাকিব আলী, বিশিষ্ট ভূ-রাজনীতি বিশ্লেষক ও সাবেক ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট
প্রফেসর ড. এসকে তৌফিক এম হক, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. এ কে এম আহসান উল্লাহ, ইউনিভার্সিটি অব ব্রুনেই দারুসসালাম

সভাপতি ব্রি. জেনারেল মোহাম্মদ হাসান নাসির, নেক্সাস ডিফেন্স অ্যান্ড জাস্টিস

চতুর্থ অধিবেশন ১৬.৩০-১৮.০০

বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন – তরুণ সমাজের আকাঙ্খা ও বাস্তবতা

মুল প্রবন্ধ জনাব মো. বুরহান উদ্দিন নোমান, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

আলোচক প্রফেসর ড. শাফিউল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বিলাল হোসেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
জনাব সাদিক কায়েম, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ডাকসু
মিজ নওশীন শর্মিলা রিতু, ইউনিভার্সিটি অব ওয়ারইক

সভাপতি প্রফেসর ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়